জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

ন্যক্কারজনক

এশিয়া কাপ জেতার পর বেনজির ঘটনা। ট্রফি নিয়ে চলে গেলেন পাকিস্তানের ক্রিকেট কর্তা নাকভি। ক্ষুব্ধ বিসিসিআই আইসিসিকে রিপোর্ট করেছে। ট্রফি ছাড়াই সেলিব্রেশন হল মাঠে

আজও বৃষ্টিহীন!

সপ্তমী মোটামুটি বৃষ্টিহীন গিয়েছে। অষ্টমীতেও একইরকম থাকবে বলে আশা করছে আবহাওয়া দফতর। কিন্তু নবমী থেকে ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে

ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত মহারাষ্ট্র মৃত অন্তত ১৪, নিখোঁজ বহু

ওয়াংচুকের গ্রেফতারে বিক্ষুব্ধ স্ত্রীর কেন্দ্রকে মুখোমুখি বসার চ্যালেঞ্জ

বিশেষ ই-সংখ্যা ● ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ ● ১৩ আশ্বিন ১৪৩২ ● মঙ্গলবার ● ৮ পাতা ● Special E-edition ● JAGO BANGLA ● TUESDAY ● 30 SEPTEMBER, 2025 ● 8 Pages ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

আজ মহাষ্টমী

বাগবাজার সর্বজনীন দুর্গাপ্রতিমা। ছবি : সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

জনস্রোতে জনপ্লাবন

প্রতিবেদন : শোভাবাজার রাজবাড়ি হোক কিংবা হাতিবাগান সর্বজনীন অথবা কুমোরটুলি পার্ক, সপ্তমীর সকাল থেকে ভিড়টা আছড়ে পড়ছিল। কিন্তু দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে শুধু ভিড় রইল না, পরিণত হল জনসমুদ্রে। শুধু উত্তর কেন, মধ্য কলকাতা, পূর্ব কলকাতা, সল্টলেক, দক্ষিণ কলকাতা, বেহালা, হরিদেবপুর, ঠাকুরপুকুর, কসবা, গড়িয়া, নাকতলা—এক কথায় টালা থেকে টালিগঞ্জের প্রতিটি রাস্তা, প্রতিটি কোনায় সুনামির মতো ভিড়টা আছড়ে পড়ছে। বৃষ্টির ভ্রুকুটি থাকলেও তা এখনও পর্যন্ত বঙ্গবাসীকে দমাতে পারেনি। অষ্টমীতে নাকি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হচ্ছে বঙ্গোপসাগরে। নবমী, দশমীতে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস রয়েছে। তাতে কী! থিমের পুজো থেকে সাবেকি প্রতিমা—প্রতিটি মণ্ডপে দর্শনার্থীদের উপচে পড়া ভিড়। সঙ্গে কোথাও মেলা বসেছে, কোথাও আবার দেদার খানাপিনার আয়োজন। এই সময়টায় নামীদামি রেস্টুরেন্ট থেকে শুরু করে কলকাতা স্ট্রিট ফুড, ফাঁকা নেই কোথাও। ঘামতে ঘামতে বন্ধুবান্ধব, পরিজনদের নিয়ে ঠাকুর দেখার পর পেটপুজো না হলে চলে! অতএব বাঙালি এখন রাতের দিকে, কখনও বা দুপুরে লাইন দিচ্ছে রেস্টুরেন্টের দরজায়। আজ মহাষ্টমী। সকাল থেকে শুরু হয়ে যাবে মণ্ডপে মণ্ডপে অঞ্জলির পালা। সেসব সেরে ফের বাঙালি রাস্তায় নেমে পড়বে দুর্গা দর্শনে। এইতো মাত্র ক'টা দিন। সবটুকু আনন্দ চেটেপুটে না নিলে কি আর হয়!

একডালিয়া এভারগ্রিন। সোমবার।

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

ছবি

পথের দুধারে দেখছি
বিস্মৃতির ছবি
ভারি শূন্যতা মাঝে
নেইকো শশী-রবি॥
কত বৃক্ষের নিঃশ্বাস
পড়তো ধূলিধরায়
আজ তা নিঃশব্দ ক্রন্দনে
মরুভূমির খরায়।।
পথের প্রান্তরে দেখি
কংক্রিটের জঙ্গল
কোথায় অঙ্কুরের পাখা
শুধু পড়ে দঙ্গল।।
রোমাঞ্চিত হতাম সবুজে
উদয়ছবির মাঝে
আজ তা অচেনা মরীচিকা
দীর্ঘশ্বাস বাজে।।
নিরুদ্দেশ প্রভাতের হাওয়া
নেই ফুল-ফল-কলি
ঊষার প্রভাতে ব্যথিত
কাঁদে ভ্রমরা অলি।।
আঁখিকোণে নেই তৃপ্ত মাধুরী
চোখে শুধু জল
বলতে পারো কারা করলো
মানুষ মারার কল?
ধানের শিষের অকালমৃত্যু
একটা শিশিরবিন্দু
হারিয়ে গেলো ধরাতলে
কোথায় গেলো সিন্ধু?

দুবাইতে চর্চা বাংলার দুর্গোৎসব

প্রতিবেদন : কলকাতার দুর্গাপুজো বিশ্বজনীন। এটি ভারতের প্রথম উৎসব যা ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের তকমা পেয়েছে। সেই পুজোর চর্চা যে বিদেশে থাকবে এটা তো স্বাভাবিক। কিন্তু এবার দুবাইয়ের সংবাদ মাধ্যম ভরে গিয়েছে কলকাতার এক বিশেষ পুজোর খবরে। সেটা সল্টলেকের আইবি ব্লক-এর দুর্গাপুজো। তাদের এবারের থিম 'দুবাই দুর্গে দুর্গা'। পুরো দুবাই শহরটাই উঠে এসেছে সল্টলেকে!

২০২১-এ দুর্গাপুজোয় বুর্জ খলিফার আদলে ১৬০ ফুট উচ্চতার মণ্ডপ করেছিল শ্রীভূমি। তবে এবার

পুজো মণ্ডপ চত্বরটাকেই মিনি দুবাইয়ের আকার দিয়েছে আইবি ব্লক দুর্গাপুজো কমিটি। শুধু বুর্জ খলিফা নয়, দুবাইয়ের আইকনিক বিভিন্ন ভবন রয়েছে সেখানে। সংযুক্ত আরব আমিরশাহির অন্যান্য ল্যান্ডমার্ক, যেমন— দুবাই ফ্রেম, বুর্জ আল আরব, দুবাই ফাউন্টেনের প্রতিরূপ তৈরি করা হয়েছে সেখানে। আর সেই 'দুবাই দুর্গে দুর্গা' দেখতে রোজ ভিড় জমাচ্ছেন হাজার হাজার মানুষ। এবার সেটা নিয়েই চর্চা খাস দুবাইয়ের সংবাদ মাধ্যমে। গালফ নিউজ থেকে শুরু করে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় সেই পুজোর চর্চা। (এরপর ৭ পাতায়)

প্রয়াণদিবসে মাতঙ্গিনীর স্মরণে আবেগাপ্লুত পোস্ট মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের মহান বিপ্লবী নেত্রী মাতঙ্গিনী হাজরার প্রয়াণদিবসে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সঙ্গে তুলে ধরলেন শহিদ মাতঙ্গিনীর স্মরণে সরকারের নানা উন্নয়নমূলক কর্মসূচির।

সোমবার এক্স হ্যান্ডেলে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, শহিদ মাতঙ্গিনী হাজরার প্রয়াণদিবসে, অসীম সাহসের প্রতিমূর্তি এই স্বাধীনতা সংগ্রামীকে জানাই আমার অন্তরের শ্রদ্ধা ও প্রণাম। (এরপর ৩ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

30 September, 2025 • Tuesday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯২২ হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়ের (১৯২২-২০০৬) জন্মদিন। ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের অন্যতম সেরা পরিচালক। কেবল সিনেমা মেকারই নন, বড় স্টার মেকারও ছিলেন তিনি। তাঁর পরিচালিত ছবি 'ছোট্ট জিজ্ঞাসা'তে শিশুশিল্পী হিসেবে প্রথম পর্দায় দেখা গিয়েছিল প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে। আজ তাঁরও জন্মদিন। 'আনন্দ' থেকে শুরু করে 'চুপকে চুপকে'— হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়ের ন'টি ছবিতে অভিনয় করেছেন অমিতাভ বচ্চন। জয়া বচ্চন প্রথম হিন্দি ছবিতে সুযোগ পান হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়ের 'গুড্ডি' ছবিতে। জয়াকে নিয়ে এরপর 'বাবুর্চি', 'অভিমান', 'মিলি', 'চুপকে চুপকে' করেন।

১৮৭৫ প্যারীচরণ সরকার (১৮২৩-১৮৭৫) এদিন প্রয়াত হন। বাংলার নবজাগরণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। নারীশিক্ষার প্রসার ও বিধবাবিবাহ প্রচারে বিদ্যাসাগরকে সাহায্য করেন। নারী শ্রমিকদের সন্তানদের লেখাপড়া শেখানোর জন্য কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। মূলত তাঁরই চেষ্টায় কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল নাম বদলে 'হেয়ার স্কুল' হয়। এই শিক্ষাব্রতী মনীষীকে 'দি আর্নল্ড অব দি ইস্ট' বলা হত।

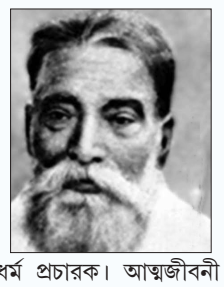

১৯১৯ শিবনাথ শাস্ত্রীর (১৮৪৭-১৯১৯) প্রয়াণদিবস। সুনীতি দেবীর গৌরীদানকে ঘিরে তাঁরই নেতৃত্বে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ভেঙে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তার আগে পর্যন্ত শিবনাথ কেশব-অনুগামী রূপেই পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, সমাজ-সংস্কারক, ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক। আত্মজীবনী 'আত্মচরিত' সমকালীন বাংলার তথ্যমূলক দলিল।

১৯৩৩ অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৩-১৯৮৩) এদিন মানভূমে তাঁর মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে কয়েকজন মানুষ এ বঙ্গদেশে এমন ছিলেন বা রয়েছেন, যাঁদের নাম দেশের মানুষের কাছে বারবার বললে আত্মগর্ব হয়। এমনই একজন নাট্যব্যক্তিত্ব অজিতেশ। বাংলা থিয়েটারকে বিশ্বমঞ্চে মিলিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। বিদেশে বসে লেখা, সে-দেশের পটভূমিতে লেখা বিভিন্ন নাটক অজিতেশের ছোঁয়ায় হয়ে উঠত ঘরের নাটক, এই বাংলার নাটক। ব্রেখট, ইবসেন, চেখভ, পিরানদেল্লো, ওয়েস্কার, পিন্টার— বিশ্ব নাট্যমানচিত্রের এইসব স্থপতির সঙ্গে বাঙালির পরিচয় অজিতেশের হাত ধরে। এঁদের নাটকের অনুবাদ নয়, বঙ্গীয়করণ করে তিনি উপস্থাপন করতেন মঞ্চে। গ্রুপ থিয়েটার, পেশাদারি মঞ্চ, চলচ্চিত্র, যাত্রা— সব কিছুতেই বিরাট চেহারার অজিতেশ অভিনেতা হিসেবে নিজের মর্ত্যসীমা অতিক্রম করেছিলেন।

১৮৬৪ সুনীতি দেবীর (১৮৬৪-১৯৩২) জন্মদিন। বাবা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, মা জগন্মোহিনী দেবী, স্বামী কোচবিহারের রাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ। কেশবচন্দ্র তাঁর নাবালিকা কন্যাকে পাত্রস্থ করায় ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ভেঙে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। সুনীতি দেবী প্রথম ভারতীয় মহিলা যিনি ইংল্যান্ডের রানির কাছ থেকে 'সিআইই' উপাধি পান।

২০১৭ বাইবেলের অনুবাদক সন্ত জেরোমকে স্মরণ করে প্রতি বছর ৩০ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক অনুবাদ দিবস পালন করা হয়। রাষ্ট্রসংঘ এ-বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয় ২০১৭-তে। অনুবাদকর্মের সূত্র ধরে বিভিন্ন দেশের মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে তা বিশ্বশান্তির পক্ষে সহায়ক হবে বলে বিবেচনা করেই রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভা এই প্রস্তাব নেয়।

নজরকাড়া ইনস্টা

■ শ্রেয়া ঘোষাল

■ পাওলি দাম

■ কৃতী শ্যানন

কর্মসূচি

■ জয়নগর বিধানসভার রাজাপুর কোরাবেগ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাঁটরা সার্বজনীন পুজো উদ্বোধনে সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল, জেলা পরিষদ সদস্য খান জিয়াউল হক প্রমুখ।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৫১১

■	১	২		৩		৪	■
৫	■		■		■	৬	৭
৮			■		■	■	
	■	■	■	৯			
১০			১১	■	■	■	
	■	■		■	১২		
১৩	১৪	■		■		■	
■	১৫						■

পাশাপাশি : ১. সমবায় ৬. মটরদানার আকৃতির কানের গয়নাবিশেষ ৮. জমাখরচ, আয়ব্যয় ৯. মাকড়সা ১০. ধৃষ্টা, অবিনীতা ১২. আয়না ১৩. বহু বা বিবিধ ১৫. ধনবান, ধনী।

উপর-নিচ : ২. দারিদ্র ৩. দাগ পড়া ৪. সৈনিক, যোদ্ধা ৫. অভিব্যক্তি ৭. সদ্য সদ্য বিবাহ ১১. প্রণয় ১২. বড়ো নদী ১৪. তপস্যা, কঠোর সাধনা।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৫১০ : পাশাপাশি : ২. অপরাজিতা ৫. পরগনা ৬. চাদর ৭. বর্গাকার ৯. লোকসান ১২. পাঠক ১৩. জলবহ ১৪. সমকালীন। **উপর-নিচ:** ১. উপপ্লব ২. অনাচার ৩. রাস্তার লোক ৪. তাচ্ছিল্য ৮. কাষ্ঠপাদুকা ৯. লোকজন ১০. নরহরি ১১. আভাস।

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বিভিন্ন উৎসবের সময় মাইক বাজানো নিয়ে অভিযোগ আসে পুলিশ প্রশাসনের কাছে। এবার তাই সেই মাইক বাজানোর সময়সীমায় রাশ টানল চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেট

আমারশহর

৩
৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
মঙ্গলবার

30 September, 2025 • Tuesday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

কেন্দ্রের ভুল নীতি, গ্রামবাংলায় কমছে মানুষের ব্যক্তিগত সঞ্চয়

প্রতিবেদন : কেন্দ্রে সরকার চলছে সম্পূর্ণ ভুল নীতিতে। তার ফল ভুগতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। গ্রামীণ এলাকায় মানুষের ব্যক্তিগত সঞ্চয় ক্রমশ কমে চলেছে। তার জন্য দায়ী কেন্দ্রীয় সরকার। এই অবস্থায় উদ্বিগ্ন কেন্দ্রীয় সরকার সারা দেশের পাশাপাশি বাংলাতেও বিশেষ সমীক্ষা শুরু করেছে। রাজ্যের সাত হাজারেরও বেশি গ্রামে মোট ১ লক্ষ ৪৩ হাজার পরিবারকে অন্তর্ভুক্ত করে এই সমীক্ষা চলছে।

গ্রামবাংলায় সঞ্চয় কমতে থাকায় স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্প ও ডাকঘরের অন্যান্য পরিষেবা নিয়ে গ্রামীণ মানুষকে আরও সচেতন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ডাক বিভাগের তরফে জানানো হয়েছে, কিষাণ বিকাশ পত্র, পাবলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড (পিপিএফ), ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট, রেকারিং ডিপোজিট, মাস্থলি ইনকাম স্কিম বা টার্ম

ডিপোজিটের মতো প্রকল্পগুলি এখনও মূলত গ্রামীণ মানুষ ডাকঘরের মাধ্যমেই পরিচালনা করেন। কিন্তু এসব পরিষেবা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের সচেতনতা কতটা এবং পরিষেবার মান কেমন, তার সঠিক চিত্র সরকারের কাছে নেই। তাই এই রাজ্যেও বড় পরিসরে তথ্য সংগ্রহ শুরু হয়েছে।

গ্রামীণ ডাক সেবকরা প্রতিটি গ্রামে ঘুরে প্রায় ২০টি পরিবারে গিয়ে মতামত নিচ্ছেন। সমীক্ষায় পরিবারের বার্ষিক আয়, নাম-ঠিকানা-পেশার মতো তথ্যের পাশাপাশি জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে তাঁরা কোনও স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পে যুক্ত আছেন কি না, পোস্টাল লাইফ ইনস্যুরেন্স বা ইন্ডিয়া পোস্ট পেমেন্টস ব্যাঙ্ক সম্পর্কে জানেন কি না। এছাড়াও পরিষেবা যেমন ডোরস্টেপ ব্যাঙ্কিং, অনলাইন বিল পেমেন্ট, বিমা বা মানি ট্রান্সফার কতটা কার্যকর বলে মনে করছেন, তার রেটিং দিতে হচ্ছে। সমীক্ষার তথ্য সংগ্রহ শেষ পর্যায়ে। এই সমীক্ষায় কেন্দ্রের ব্যর্থতাকে সামনে নিয়ে এসেছে। এখন সমীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে ভবিষ্যতে ডাকঘরের পরিষেবা ও স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্প নিয়ে বিশেষ সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে।

সম্প্রীতি ও মিলনের টানেই দুর্গাপুজো করেন শেখ সাকির

■ আরামবাগের পারুল মঞ্চে শেখ সাকিরের সম্প্রীতির পুজো।

সংবাদদাতা, হুগলি : বৈচিত্র্যের মধ্যেই ঐক্য, এই কথা যে কতটা সত্যি তা বারবার প্রমাণ করে বাংলা। বিবিধের মাঝে তাই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা দিয়ে নিজের বাড়িতে মহাসমারোহে দুর্গাপুজো করেন শেখ সাকির আলি। প্রতিমার আবাহন থেকে বিসর্জন পর্যন্ত সমস্ত কাজ নিজের হাতে করেন সাকির ও তাঁর স্ত্রী প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ অপরূপা পোদ্দার। আরামবাগের পারুল মঞ্চের এই বাড়িটি পুজোর দিনগুলোয় আলাদাই মাহাত্ম্য পায়। অপরূপা আর সাকির আলি এই ক'দিন নিজেরা পুজোয় বসে মন্ত্রোচ্চারণ করে, পুজো সম্পন্ন করেন। ধর্ম যেমন তাঁদের সম্পর্কে বাধা হতে পারেনি তেমনি পুজোতেও কোনওভাবেই অন্তরায় হতে পারেনি এই ধর্ম নামের ক্ষীণ বিষয়টি।

আসলে ধর্ম বলতে কোনও কিছুকে আশ্রয় করে, তারই মধ্যে নিজেকে সঁপে দেওয়া, তাকে ধারণ করে বিশ্বাসে উত্তীর্ণও হওয়া। পুজোরই অঙ্গ হিসেবে অসহায়, দুস্থ মানুষদের মুখে হাসি ফোটান এই দম্পতি। তাঁদের আমন্ত্রণ করে খাওয়ানোর পাশাপাশি, হাতে তুলে দেন নতুন বস্ত্র। পুজোর নিয়মে সারাটা দিনই উপবাস করে পুজোয় মন দেন সাকির। অপরূপাও নিজে সারা বাড়ি জুড়ে আলপনা দেন।

সাকির আলি বলেন, আমি মুসলিম হলেও, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা দিয়ে এই পুজো করি। দুর্গাপুজোর পরে দেবী কমলার আরাধনা করব। আর সেই পুজোর মাধ্যমেই মানুষের কাছে বার্তা দিতে চাই, সবাই ভাল থাকুন। সুস্থ থাকুন। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ধর্ম যার যার, কিন্তু উৎসব সবার। তাই আমি ও আমার স্ত্রী এবং পরিবারের সব সদস্যই পঞ্জিকা মতে দশভুজার পুজো করি। একটাই বার্তা, সবাই মিলেমিশে থাকুন। সব রকমের হিংসা দূর করুন। ধর্ম নিরপেক্ষ এই দেশে আমাদের একটাই পরিচয়, আমরা মানুষ।

পুজো পরিদর্শনে অভিষেক

প্রতিবেদন : পুজো পরিদর্শনে বেরবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অষ্টমীর দুপুরে নাগেরবাজার ও বাগুইআটির দুটি পুজোমণ্ডপে যাবেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দলের তরফে খবর, মঙ্গলবার মহাষ্টমীর দুপুরে প্রথমে নাগেরবাজারের জয়শ্রী দুর্গাপুজো কমিটির মণ্ডপ ঘুরে দেখবেন অভিষেক। তারপর সেখান থেকে বাগুইআটির অশ্বিনীনগর বন্ধুমহলের পুজোমণ্ডপে যাবেন তিনি।

টালা প্রত্যয়ে শুরু ইকোজেনিকের কাজ

প্রতিবেদন : কলকাতা পুরসভার সঙ্গে হাত মিলিয়ে শহরের প্রথম পরিবেশবান্ধব নতুন প্রযুক্তি আনল উত্তর কলকাতার টালা প্রত্যয়। সোমবার মহাসপ্তমীর দুপুরে টালা প্রত্যয়ের মণ্ডপে 'ইকোজেনিক' নামে সেই নয়া প্রযুক্তির উদ্বোধন করলেন শহরের মেয়র ফিরহাদ হাকিম। ছিলেন বরো চেয়ারম্যান তথা টালা প্রত্যয় পুজো কমিটির সভাপতি তরুণ সাহা, পুজোর মেন্টর ধ্রুবজ্যোতি বসু ও গ্রিন-টেক এন্টারপ্রনিয়র-এর তরফে রঞ্জু গোপাল বর্মন। নয়া প্রযুক্তির সাহায্যে পুজোমণ্ডপ ও তার আশপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা

■ উদ্বোধনে ফিরহাদ হাকিম, তরুণ সাহা, ধ্রুবজ্যোতি বসু প্রমুখ।

কঠিন বর্জ্যকে ব্যবহারযোগ্য জ্বালানি বা কাঠকয়লায় পরিণত করা যাবে। এই কাঠকয়লা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, ফার্নেস, সিমেন্ট তৈরির কারখানা, অন্যান্য শিল্পক্ষেত্রে কাজে লাগানো যাবে।

নতুন নিম্নচাপ, দুর্যোগপূর্ণ হবে দশমী

প্রতিবেদন : আজ আন্দামান সাগরে নতুন করে ঘনীভূত হবে ঘূর্ণাবর্ত। নবমীতে তা গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে। নবমীর রাত থেকে হাওয়া বদল হবে রাজ্য জুড়ে। একাদশী পর্যন্ত ব্যাপক বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস জারি আলিপুর আবহাওয়া দফতরের। উপকূলে নিম্নচাপের প্রভাবে বেশি ঝড়-বৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা। মৎস্যজীবীদের জন্যও জারি বিশেষ সতর্কবার্তা। উত্তরেও অষ্টমী পর্যন্ত বৃষ্টির আশঙ্কা নেই। একাদশীতে বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে।

আবেগাপ্লুত পোস্ট মুখ্যমন্ত্রীর

(প্রথম পাতার পর) তাঁর আত্মত্যাগ আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলা ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামে এদেশের পথিকৃৎ। আর বাংলা ছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের পীঠস্থান, যেখানে মাতঙ্গিনী হাজরার মতো অগণিত অগ্নিকন্যা-অগ্নিপুত্রদের তেজে, বীরত্বে সর্বশক্তিমান বিদেশি সাম্রাজ্যে কাঁপন ধরে গিয়েছিল। আমি আনন্দিত, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার শহিদ মাতঙ্গিনী ব্লকের আলিনান গ্রামে তাঁর বসতবাটির পাশেই আমাদের সরকার এই মহান স্বাধীনতা সংগ্রামীর একটি মূর্তি স্থাপন করেছে এবং তাঁর জীবন ও ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে তাঁর অবদান নিয়ে একটি সংগ্রহশালা করেছে। আমিই ২০২২ সালে এই সংগ্রহশালাটি উদ্বোধন করেছিলাম। এই মিউজিয়ামে তাঁর ব্যবহৃত নানান ব্যক্তিগত জিনিসপত্রও প্রদর্শিত হচ্ছে। অনেক মানুষ এখন এই মিউজিয়ামটি দেখতে আসেন। আমাদের আলিপুর মিউজিয়ামেও আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে শহিদ মাতঙ্গিনী হাজরাকে স্মরণ করেছি।

'মায়ের চোখে মাতৃদর্শনে' যুব তৃণমূল

■ যুব তৃণমূলের উদ্যোগে কর্মসূচিতে অরূপ রায়, কৈলাস মিশ্র প্রমুখ।

সংবাদদাতা, হাওড়া : ছেলে-মেয়ে থাকে বিদেশ-বিভুঁইয়ে। তাই পুজোর দিনগুলো একাই কাটত ওঁদের। তবে এ বছর আর সেই আক্ষেপ রইল না। দেবী দুর্গার দর্শনে পুজো হল রঙিন। মধ্য হাওড়া যুব তৃণমূল কংগ্রেস উদ্যোগ নিল 'মায়ের চোখে মাতৃদর্শন'-এর। প্রায় ৭৫ জন বয়স্ক-বয়স্কা মণ্ডপে ঘুরে ঘুরে প্রতিমা দর্শন করলেন। টোটোয় করে তাঁদের মধ্য হাওড়ার বিভিন্ন পুজোমণ্ডপে ঘুরিয়ে ঠাকুর দেখানোর ব্যবস্থা করেন যুব তৃণমূলের কর্মীরা।

মধ্য হাওড়ার হালদারপাড়া ফ্রেন্ডস অ্যাসোসিয়েশন ক্লাবের পুজো থেকে এদিন তাঁদের প্রতিমা দর্শন শুরু হয়। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী অরূপ রায়, হাওড়া সদর যুব তৃণমূলের সভাপতি কৈলাস মিশ্র, মধ্য হাওড়া কেন্দ্র যুব তৃণমূলের সভাপতি অভিষেক চট্টোপাধ্যায়।

মধ্য হাওড়ার যুব তৃণমূলের সভাপতি অভিষেক চট্টোপাধ্যায় বলেন, ছেলেমেয়েরা বিদেশে থাকেন, সেইসব একাকী বয়স্ক-বয়স্কাদের জন্য প্রতিমা দর্শনের ব্যবস্থা করেছিলাম আমরা। নতুন পোশাক পরিয়ে মণ্ডপে নিয়ে গিয়ে প্রতিমা দর্শনের পাশাপাশি ইচ্ছেমতো খাবারদাবারের ব্যবস্থাও করা হয়। বিভিন্ন মণ্ডপে গিয়ে ছেলেবেলার স্মৃতি ফিরে পান তাঁদের অনেকেই। যুব তৃণমূলের এই 'মায়ের চোখে মাতৃদর্শন' কর্মসূচিতে শহরের বড় পুজোগুলি চাক্ষুষ করে বেজায় খুশি প্রবীণ-প্রবীণারা।

■ শহিদ মাতঙ্গিনী হাজরার প্রয়াণ দিবসে তার মর্মর মূর্তিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের। সোমবার কলকাতা ময়দানে।

সম্পাদকীয়

30 September, 2025 • Tuesday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পথ দেখাচ্ছে

জনজোয়ারে ভাসল কলকাতা-সহ বাংলা। কার্যত বৃষ্টিহীন একটা দিন। আর সেই সুযোগ যথাযথ ব্যবহার করলেন বাংলাবাসী। রাজপথ-জনপথ ভাসল জনস্রোতে। মানুষ ঘুরলেন মণ্ডপ থেকে মণ্ডপে। ঠাকুর দেখা, রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে খাওয়া, মণ্ডপের সামনে চেয়ার পেতে গল্পে ভেসে যাওয়া। এটাই তো বাংলার দুর্গোৎসবের আসল চিত্র। একদল বহিরাগত বাংলার এই বিবিধের মাঝে মিলনের চিত্রটা ভাঙতে চেয়েছে। কখনও বলেছে বাংলায় পুজো হয় না। কখনও বলেছে পুজোয় বাধা দেওয়া হয়। এরপর যখন বহিরাগতদের মুখে ঝামা ঘষে দিয়ে সেই পুজো ইউনেস্কোর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি নিয়ে এল, তখন তার কৃতিত্ব নিতে ময়দানে নেমে পড়লেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী। লজ্জার বিষয়। যারা বলেছিল, বাংলায় পুজো হয় না, তারাই বলছে তারাই নাকি এই সম্মান ছিনিয়ে আনতে দৌড়-ঝাঁপ করেছিল। এ লজ্জা আমরা রাখব কোথায়? তবে এই লজ্জার রাজনীতি আমরা এই শুভ সময়ে মনে রাখতে চাই না। শুধু সেই সব বহিরাগতদের মনে করিয়ে দিতে চাই, বাংলার কৃষ্টি-সংস্কৃতি হঠাৎ আকাশ থেকে এসে পড়েনি। পাঁচশো বছরের বেশি সময় ধরে চলমান কৃষ্টি। শুধু তাই নয়, জগদ্বিখ্যাতরা এই সংস্কৃতিকে পরিপুষ্ট করেছেন। সারা পৃথিবী স্বীকৃতি দিয়েছে। ফলে এই সব বহিরাগতদের কথায় কী আসে! বাংলাই পথ দেখিয়েছে। দেখাবে আগামিদিনেও।

e-mail থেকে চিঠি

নির্বাচনে ভোটারদের নাম বাতিল করার ষড়যন্ত্র

বিহারে আসন্ন নির্বাচনে ভোটার তালিকা থেকে মুসলিমদের নাম বাদ দেওয়ার এক গুরুতর ষড়যন্ত্র স্পষ্ট হয়েছে। পূর্ব চম্পারণ জেলার ঢাকা বিধানসভা কেন্দ্রে প্রায় ৭৮,৩৮৪ জন মুসলিম ভোটারের নাম তালিকা থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করছে বিজেপি। এই কেন্দ্রে আরজেডি-র কাছে আসন হারানোর আশঙ্কায় বিজেপি এই কৌশল নিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। ভোট চুরি'র সব জেনেও মুখে কুলুপ এঁটে বসে রয়েছে কমিশন। পূর্ব চম্পারণ জেলার ঢাকা বিধানসভা আসনের ওই ভোটারদের নাম ছাঁটতে বিহারের ইআরও ও সিইওকে চিঠি পাঠিয়েছে বিজেপি।

বিজেপির একাধিক নেতা ও বিধায়কের সহায়ক দলের লেটারহেডে সরাসরি নির্বাচন কমিশনের কাছে চিঠি দিয়ে এই বিপুল সংখ্যক মুসলিম ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন। তাদের দাবি, এই ভোটাররা নাকি ভারতীয় নাগরিকই নন। ভোটের তালিকা সংশোধনের সময়সীমার মধ্যেও বুথ স্তরের কর্মীরা মুসলিমদের নাম বাদ দিতে আবেদন জানান।

কমিশন এই 'ভোট চুরি'র অপকর্মে বিজেপিকে মদত দিচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। আগামী ১ অক্টোবর ঢাকার চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ হলে জানা যাবে, ঠিক কতজনের নাম বাদ গেল।

২০২০ সালের নির্বাচনে বিজেপি এই কেন্দ্রে মাত্র ১০,১১৪ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছিল। তাই এই কেন্দ্র ধরে রাখতে তারা প্রায় ৪০ শতাংশ ভোটারের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে, যা গণতন্ত্রের জন্য অশনিসংকেত। বিজেপি'র তৈরি তালিকায় নাম রয়েছে এমন অনেকেই কমিশনের নিযুক্ত বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও), স্কুল শিক্ষক এবং সরকারি কর্মচারী। এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের সময় আসন্ন। আসন্ন নির্বাচনে জনগণকে এর জবাব দিতে হবে। বোঝাই যাচ্ছে ওরা কি চাইছে। আমরা যে ওদের অপচেষ্টা রুখতে চাইছি, সেটা বুঝিয়ে দিতে হবে আগামী নির্বাচনে।

—অভিজিৎ ভৌমিক, চেতলা, কলকাতা

চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

আসুন! রুখে দিই বাংলাভাষী সোনালিদের নাগরিকত্ব কাড়ার চেষ্টা

বাংলাদেশে স্বদেশবাসীর সঙ্গে দেখা হয়েছে আদালতের নির্দেশে। সোনালি তাঁদের বলেছেন,"গর্ভের সন্তান নিয়েই চিন্তা।" আর এরকম সোনালিদের নিয়েই আমাদের চিন্তা। লিখছেন জাহির আব্বাস

বেশ কয়েক বছর ধরেই ভারতীয় নাগরিকদের মনে এক অনিশ্চয়তা, বিশ্বাসহীনতা ভীষণ প্রকট হয়েছে। 'নিজ ভূমে পরবাসী।' আতঙ্কে দিন কাটে সাধারণ, মধ্যবিত্ত খেটে-খাওয়া গরিব মানুষদের। তারা এখনও দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভোগেন । 'নাগরিক' কী জিনিস, নাগরিক হতে গেলে কী প্রয়োজন আজও তাঁরা সেসব ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারেননি। প্রশ্ন অনেকেরই মনে, কাগজই কি নাগরিকত্ব প্রমাণের শেষ কথা! এসব ভাবনা স্বাধীনতার এতবছর পরেও দেশের আকাশে-বাতাসে। অথচ, যেখানে সীমাহীন বেকারত্ব, লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে দেশের অবস্থান নড়বড়ে(!) তখনই তারা সেসব ভুলিয়ে দেশেরই মানুষের মধ্যে এমনতর শঙ্কাকে প্রকট করতে চাইছে।

যাঁদের পিতৃপুরুষ এই দেশের মাটিতে রক্ত-ঘাম দিয়ে ভারতবর্ষকে নির্মাণ করে গেছেন, তাঁদের অনেকের কাছে চাহিদামতো কাগজ না থাকলেও তাঁদের রক্তের প্রতিটি অণুতে মিশে আছে ভারতীয়ত্বের নমুনা। অথচ বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার এই নাগরিকত্বের বিষয়টি নিয়ে এমন লম্ফঝম্প করছে, তাদের প্রতিহিংসাপরায়ণ মনোভাব এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে, যে আদালতও তাদের কড়া বার্তা দিচ্ছে। ২৭ সেপ্টেম্বর আপনাদের কাগজ মারফত একটি খবর থেকে জানতে পারলাম, পশ্চিমবাংলার বীরভূমের পাইকরের একটি পরিবার জীবিকার সন্ধানে দেশেরই একটি রাজ্য দিল্লিতে প্রায় ২০ বছর ধরে থাকছিলেন। কিন্তু শুধুমাত্র বাংলাভাষী হওয়ার কারণে নাকি আইনের তোয়াক্কা না করে, প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ না করে যেভাবে তাড়াহুড়ো করে পরিবারটিকে জোর করে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, তা ভীষণই অনৈতিক, অমানবিক এবং অসাংবিধানিকও। হাইকোর্টের বর্তমান রায়েই তা প্রমাণিত। উল্লেখ্য, কলকাতা হাইকোর্ট যেদিন (২৬ সেপ্টেম্বর) সোনালিদের চার সপ্তাহের মধ্যে ফিরিয়ে আনার রায় দিচ্ছে, সেদিনই ছিল সমাজ সংস্কারক, নারী মুক্তির অগ্রদূত, শিক্ষানুরাগী পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মদিন, আবার সেদিনই কলকাতায় এসেছিলেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তবে, নিশ্চয়ই তিনি এই রায় শুনতে কলকাতায় আসেননি।

এত নিষ্ঠুর আচরণ এই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে আশা করতে হচ্ছে আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে। ১৮ জুন দিল্লি পুলিশ মারফত প্রায় ৮ মাসের ওই অন্তঃসত্ত্বা মাকে, স্বামী শিশুপুত্র এবং তাঁর আত্মীয়দেরকে আটক করে ২৬ জুন দেশের শিকড় থেকে ছিন্ন করে বিদেশ-বিভুঁই বাংলাদেশের খোলা আকাশের নিচে ফেলা হয়, একেবারে সহায় সম্বলহীন করে দেওয়া হল– এ কতটা নির্মম, কতটা পৈশাচিক, কতটা মানবতার পক্ষে অপমানজনক একবার কি ভেবে দেখবে না ভারতীয় জনগণ! কে দিয়েছে তাদের ভারতীয় নাগরিককে সহজেই বে-নাগরিক করার অধিকার! অথচ যে নাগরিকদের ভোটে তারা ক্ষমতায় আসীন, সেই নাগরিক-ভোটারদের সাথে তারা এই নিষ্ঠুর অসংবিধানিক আচরণ করে চলেছে দিনের পর দিন!

এই বিপন্নতার প্রহরে যদি তাঁদের পাশে দেশের মানুষ, দেশের আইনজীবী, দেশের

মিডিয়া, দেশের বিভিন্ন সংগঠন, স্থানীয় সরকার-প্রশাসন সবাই দাঁড়ায় তবেই কিন্তু তাঁদের ফিরে আসা সম্ভব। নচেৎ, নয়। আর সেই দেশও কিন্তু তাঁদের নেবে না। যদিও তাঁদের কাতর আবেদনে সাড়া দিয়ে বিভিন্ন সংস্থা, সংগঠন, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার-প্রশাসন, রাজনৈতিক নেতৃত্ব, আইনজীবীরা যেভাবে গুরুত্ব দিয়ে পাশে দাঁড়িয়েছেন তাতে ভারতীয় নাগরিককুল সত্যিই আশান্বিত।

ইদানিং বিহারের পর পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর শুরু হতে চলেছে। অনেকের মতে, এই এসআইআর আসলেই এনআরসির একটি ধাপ মাত্র। এখানেও দেখা গেছে, যেভাবে প্রামাণ্য কাগজপত্র চাওয়া হচ্ছে, তা সত্যি একটা সময়ের নিম্ন-মধ্যবিত্ত, গরিব খেটে-খাওয়া মানুষদের পক্ষে জোগাড় করা যেমন কঠিন বা তেমনই তাদের সেসব থাকাটাও প্রায় অসম্ভব। আমরা সোনালি খাতুনদের এই আইনি মামলাতেও সামান্য একটি বানান ভুলের ব্যাপার নিয়েও যেভাবে আদালতের ময়দানে বিরোধী পক্ষের আইনজীবীদের প্রশ্ন তুলতে দেখেছি তাতে অবাক হয়ে গেছি। 'ভলু শেখ' না 'ভদু শেখ' এই সামান্য বানানগত ভুলেও যদি তাঁরা প্রশ্ন তোলেন, তাহলে আমাদের কি সত্যিই শঙ্কিত হওয়ায় কারণ নেই বলছেন! সামনে এসআইআর হতে চলেছে। তাতে দেখা যাবে, বিভিন্ন জনের নামের বানানের ক্ষেত্রে বা পদবি থাকা না থাকা– এইসব অসংগতি প্রায় ৬০-৭০%। আর এটাকেই তাঁরা তাঁদের বাধা দেওয়ার জায়গা বলে মনে করছেন কোর্টের মঞ্চে! আশ্চর্য! এলাকাবাসী জানে যে, এ একজন বহু পুরনো ভারতীয় বাসিন্দা, অথচ তাঁদের মনমতো কাগজ না দেখাতে পারলে তাকে কিনা বলা যাবে 'বে-নাগরিক'! বিদেশি! ডি ভোটার! শিক্ষিত সচেতন পরিবার যেখানে সঠিক উপযুক্ত কাগজ দেখাতে হিমশিম, সেখানে সাধারণ মধ্যবিত্ত, অল্প শিক্ষিত, অশিক্ষিত ও অসচেতন মানুষদের পক্ষে তা কতটা সম্ভব! এই রক্ত-ঘাম ঝরানো আদি ভারতবাসীর নাগরিকত্বের প্রশ্নের কালো মেঘ যে ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে, তা মনে করা কোনওভাবেই অমূলক নয়। অথচ বিজেপির নেতৃত্ব ফলাও করে বলে বেড়াচ্ছেন, একজনও ভারতবাসীর কোনও চিন্তা নেই। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাদের এই আশ্বাস বাণী কার্যত 'মিথ্যা', ব্যর্থ এবং মন ভুলানো, হাওয়া ঘোরানো বার্তা ছাড়া কিছু নয়। বাস্তবে তা আমরা দেখতেই পাচ্ছি।

অতএব সাবধান দেশের নাগরিক, এই বিপদ শুধু কোনও নির্দিষ্ট একটি জাতির বলে আজ সাময়িক মনে হলেও তা কিন্তু মোটেও নয়। এ শঙ্কা সমগ্র জাতি-ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়ের। এ বিপদ কিন্তু আপামর বর্তমান ভারতীয় নাগরিকের। সোনালি খাতুনদের এই একটি উদাহরণই আমাদের বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ।

তাই আগামী দিনে আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে, একপেশে, প্রতিহিংসাপরায়ণ, দ্বিচারী মনোভাবাপন্ন বিজেপি সরকারের অস্তিত্বকে আমরা মেনে নেব, নাকি আমরা আমাদের জন্মলব্ধ নাগরিকত্বের অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে সজাগ হব। তবে আশার কথা, বীরভূমের এই বাঙালি পরিবারটির পক্ষে বিশেষ করে সাংসদ সামিরুল ইসলাম-সহ বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার এবং বাংলার সুধী-সচেতন মানুষ ও মিডিয়া তাঁদের উজাড় করা সমর্থন দিয়েছেন এবং পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। তাঁদেরকে আমরা কুর্নিশ জানাই। আমরা চাই, যে সরকার দেশের নাগরিকদের পক্ষে বিপজ্জনক, যে সরকার দেশের নাগরিকত্বকে চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড় করায়, সেই সরকারের পতন অনিবার্য হোক। আজ সোনালি, কাল স্বর্ণালি হবে না যে তার কী মানে আছে? আজ দানিশ, কাল দীনেশের পরিবারের যে হবে না তার কী মানে আছে!

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

হাওড়া বামনগাছি রিক্রিয়েশন ক্লাবের পুজোমণ্ডপ

মহাসপ্তমীতে রাজ্যের উত্তর থেকে দক্ষিণ বিভিন্ন পুজোমণ্ডপ

■ মহাসপ্তমীতে কলাবউ স্নান। সোমবার শহরের এক গঙ্গার ঘাটে।

■ মহাসপ্তমীতে সুরুচি সংঘের মণ্ডপে ভারতের প্রথম বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক কপিল দেব। ছিলেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, কুণাল ঘোষ, স্বরূপ বিশ্বাস, বিশ্ব মজুমদার।

■ শ্রীরামপুর আরএমএস ময়দানে পুজোয় সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে বস্ত্রদান। ছিলেন জেলা জয় হিন্দ বাহিনীর সভাপতি সুবীর ঘোষ, সন্তোষ সিং, প্রিয়াঙ্কা অধিকারী, শিল্পী চট্টোপাধ্যায়, গিরিধারী সাহা-সহ অন্যরা।

■ হুগলির জাঙ্গিপাড়ার সীতাপুর বাজারে জাগোবাংলা-র স্টল উদ্বোধনে স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী।

■ ৩৬ তম বর্ষে বরানগর লোলাডে সাংসদ অভিনেতা দেবের সঙ্গে মুখ্য উদ্যোক্তা দিলীপ নারায়ণ বসু

■ মধ্যমগ্রাম বিধানসভার বিভিন্ন পুজোমণ্ডপে খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ।

■ আমডাঙার এক পুজোমণ্ডপে বারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিক, স্থানীয় বিধায়ক রফিকুর রহমান-সহ অন্যরা।

■ বাদুর দিগবেড়িয়ায় নিজের বাড়ির ৩৩৪ বছরের প্রাচীন দুর্গাপুজোয় বারাসতের সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার।

■ রায়গঞ্জের পূর্ব সুদর্শনপুর মহিলা পরিচালিত দুর্গাপুজোয় রায়গঞ্জের বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী।

■ ডানকুনির এক পুজোমণ্ডপে জাগোবাংলা-র স্টলে উপচে পড়া ভিড়। সোমবার স্টলে উপস্থিত ছিলেন উপ-পুরপ্রধান প্রকাশ রাহা, মমতা মুখোপাধ্যায়, দেবাশিস নন্দী, জাইরুল আকন-সহ অন্যরা।

■ ঝাড়গ্রামের সংঘ মিত্র ক্লাবের দুর্গাপুজোর পুজোমণ্ডপ।

■ বেলেঘাটার কেজি বোস সরণির গোল কালীমন্দির পুজো কমিটির প্রতিমা।

■ বনগ্রাম অভিযান সংঘের পূজামণ্ডপ। জেলার সেরা পূজাগুলির একটি।

■ মার্কিন মুলুকের অস্টিন টেক্সাসে গ্রেটার অস্টিন পুজো অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত পুজোয় সপরিবারে কলকাতার বাঙালিরা। সঙ্গে ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও জমিয়ে খাওয়াদাওয়া।

আমার বাংলা
30 September, 2025 • Tuesday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রাজ্যের বরাদ্দে সংস্কারকাজ শেষে নয়া রূপে সেজেছে ঐতিহ্যবাহী গুপ্তমণি মন্দির

ঝাড়গ্রাম

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : অবশেষে দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান। নতুন রূপে সেজে উঠল ঝাড়গ্রাম জেলার সুপ্রাচীন ও জাগ্রত গুপ্তমণি মন্দির। ভক্তদের বিশ্বাস ও আবেগের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা এই মন্দিরটির সংস্কারকাজ শেষ হওয়ায় জঙ্গলমহলের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হল। বহু প্রাচীন এই মন্দিরের সংস্কারের প্রয়োজন ছিল। মন্দির কর্তৃপক্ষের দীর্ঘদিনের আবেদন এবং রাজ্য সরকারের পক্ষে অর্থ বরাদ্দের ঘোষণার পর থেকে প্রতীক্ষা চলছিল। সম্প্রতি সংস্কারকাজ শেষ হওয়ায় মন্দিরটি তার পুরনো জৌলুস ফিরে পেয়েছে। মন্দিরের অন্যতম আকর্ষণ:

নতুন কাঠামো : মন্দিরটির মূল কাঠামো সংস্কার হওয়ায় তা আরও মজবুত এবং দৃষ্টিনন্দন হয়েছে।

ঐতিহ্যের সংরক্ষণ : সংস্কারের সময় মন্দিরের ঐতিহাসিক দিকটি অক্ষুণ্ণ রাখার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

ভক্তদের ভিড় : নতুন রূপে মন্দিরকে দেখতে ইতিমধ্যেই দূরদূরান্তের ভক্ত ও দর্শনার্থীরা মন্দিরে ভিড় জমাতে শুরু করেছেন।

কথিত আছে, মল্ল রাজবংশের সময় থেকে এই মন্দিরে দেবী গুপ্তমণির পুজো হয়ে আসছে, যাঁর অবয়ব দেবী দুর্গার মতো। লোধা সম্প্রদায়ের মানুষেরা এই মন্দিরে পুজো করেন। এখানকার দেবী অত্যন্ত জাগ্রত বলে বিশ্বাস করা হয়, বিশেষত হারানো জিনিস ফিরে পাওয়ার মানত করতে বহু ভক্ত আসেন এখানে। সংস্কারের পর মন্দিরটির নতুন রূপ এলাকার পর্যটন এবং ধর্মীয় ভাবাবেগে নতুন মাত্রা যোগ করল।

জাগোবাংলা স্টলের সূচনা করলেন মন্ত্রী

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : শহরের সিটি সেন্টারের চতুরঙ্গ পূজা মেলা ময়দানের সামনে সোমবার জাগোবাংলার স্টলের উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। উপস্থিত ছিলেন ২ নং ব্লক তৃণমূল সভাপতি উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায়। অপরদিকে দুর্গাপুরের সগড়ভাঙায় আদি বেদি দুর্গামণ্ডপের সামনেও খোলা হয় জাগোবাংলা স্টল। দুটি স্টলেই পাওয়া যাচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা সমস্ত বইয়ের সম্ভার।

অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির এবার ঝাড়গ্রামে

■ ঝাড়গ্রামের পূর্বাশা সর্বজনীন দুর্গোৎসবের ৪৩ বর্ষে মণ্ডপ নির্মাণ হয়েছে অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরের আদলে। এই মণ্ডপ ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি করেছে মান। মূল মন্দিরের চারপাশে যে জলাধার রয়েছে, সেই ভাবনা অনুসরণ করে এখানেও কংক্রিটের ঢালাই দিয়ে কৃত্রিম জলাধার তৈরি করা হয়েছে। এই বিশেষ মণ্ডপ ও আলোকসজ্জা ঝাড়গ্রামের পুজো নতুন মাত্রা দিয়েছে। ইতিমধ্যেই বহু মানুষ ভিড় জমাতে শুরু করেছেন এই মনোমুগ্ধকর মণ্ডপ দেখতে।

উত্তর থেকে দক্ষিণ মহাসপ্তমীর আনন্দোচ্ছ্বাস

■ নয়াগ্রামের ৪৮ বর্ষের কলমাপুখুরিয়া সর্বজনীন পুজোর উদ্বোধনে জেলাশাসক সুনীল আগরওয়াল, সভাধিপতি চিন্ময়ী মারান্ডি, সাংসদ কালীপদ সরেন প্রমুখ।

■ বারাসতের সৈনিক নগরে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের পারিবারিক আবাসন দিশা ভিলেজের ষষ্ঠ বর্ষের দুর্গোৎসব।

■ ঝাড়গ্রামের চাড়দা সর্বজনীন দুর্গাপুজোর সূচনা করলেন গোপীবল্লভপুর বিধায়ক ডাঃ খগেন্দ্রনাথ মাহাত ও বিশিষ্ট সমাজসেবী হেমন্ত মাহাত।

■ মালদহের ইংরেজবাজার শহরের কৃষ্ণকালীতলা ক্লাবের প্রতিমা।

চা-বাগানে পুজোর থিম রাজ্যের জনমুখী প্রকল্প

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : ডুয়ার্সের গয়েরকাটার চা-বাগানে এবার দুর্গোৎসব অন্য মাত্রা পেল। সপ্তমী থেকেই মণ্ডপে উপচে পড়ল ভিড়। দুর্গার আরাধনার পাশাপাশি দর্শনার্থীদের নজর কেড়েছে রাজ্য সরকারের জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলোর মডেল দিয়ে সাজানো থিম। ধূপগুড়ির সাঁকোয়াঝোরা ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের নাথুয়া রোড মহিলা সঙ্ঘ সপ্তম বর্ষে থিম করেছে 'দুয়ারে সরকার' ও 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'কে। মণ্ডপে রাখা মডেলের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে স্বাস্থ্যসাথী, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, সবুজ সাথী, কন্যাশ্রী সহ একাধিক প্রকল্পকে। সভাপতি দীপালি রায় বলেন, আমরা চাই, দুর্গোৎসবের মাধ্যমে মানুষ আরও বেশি করে বুঝে নিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার সবসময় সাধারণ মানুষের পাশে আছে। এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে জেলা তৃণমূল সভানেত্রী মহুয়া গোপ বলেন, চা-বাগানের মহিলারা যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা প্রশংসনীয়। উন্নয়ন প্রকল্পগুলি মানুষের ঘরে পৌঁছে দেওয়ার যে কাজ মুখ্যমন্ত্রী করেছেন, এই মণ্ডপে মিলছে তার প্রতিচ্ছবি।

পুণে থেকে পরিযায়ী শ্রমিকের কফিনবন্দি দেহ ফিরল গ্রামে

সংবাদদাতা, মালদহ : ছয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী ও ছোট কন্যাকে রেখে মালদহের রতুয়া থানার চাঁদমুনি ১ নং পঞ্চায়েতের গাইনটোলা লক্ষ্মীপুর গ্রামের ২৫ বছরের তরুণ তারিক আনোয়ারের অকালমৃত্যু ঘটে মহারাষ্ট্রের পুণেতে। চার মাস আগে সেখানে রুজির সন্ধানে যান তিনি। বিদ্যুতের কাজ করার সময় হঠাৎই চালু লাইনের সংস্পর্শে এসে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় আনোয়ারের। মৃত্যুর কিছুক্ষণ আগে স্ত্রী তানজিমা ও পাঁচ বছরের মেয়ে আরিফার সঙ্গে ফোনে কথা বলেন তারিক। সোমবার সড়কপথে তাঁর কফিনবন্দি দেহ বাড়িতে পৌঁছাতেই কান্নায় ভেঙে পড়ে পরিবার। একমাত্র রোজগেরে ছেলের আকস্মিক প্রয়াণে শোকাহত বাবা আব্দুর রাকিব ও মা।

২০ লক্ষের বার্মা টিক উদ্ধার

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : ফের বার্মিজ সেগুন কাঠের পাচার রুখে দিল বন দফতর। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রবিবার রাতে কুমারগ্রামে ২৭ নং জাতীয় সড়কে অভিযান চালিয়ে বারবিশায় উদ্ধার হয় কমপক্ষে ২০ লক্ষ টাকার বার্মিজ সেগুন কাঠ। পাঞ্জাবের একটি ট্রাক থেকে উদ্ধার হয় প্রায় ৬০০ ঘনফুট কাঠ। বাজেয়াপ্ত করা হয় গাড়িটি। তবে গাড়িচালক পালিয়ে যায়। ভক্কা রেঞ্জ সূত্রে জানা গিয়েছে পাচারকারীরা অসমের গুয়াহাটি থেকে উত্তরপ্রদেশ নিয়ে যাচ্ছিল বহুমূল্যবান কাঠগুলি।

২৮৪ বছর দুর্গারূপে পুজো হয়ে আসছে নবপত্রিকা বা কলাবউয়ের

মিঠানির চট্টোপাধ্যায় পরিবারের পুজো

সংবাদদাতা, আসানসোল : নবপত্রিকা নজন দেবীর প্রতীক। কলা রূপে ব্রহ্মাণী, কচু রূপে কালিকা, হলুদ রূপে উমা, জয়ন্তী রূপে কার্তিকী, বেল রূপে শিবানী, ডালিম রূপে রক্তদন্তিকা, অশোক রূপে শোকরহিতা, মান রূপে চামুণ্ডা এবং ধান রূপে লক্ষ্মী। তাই নবপত্রিকাকে বলা হয় 'নবপত্রিকাবাসিনী নবদুর্গা'। মিঠানির চট্টোপাধ্যায় ও তাঁদের দৌহিত্রদের পুজোয় নবপত্রিকা বা কলাবউকে মা দুর্গারূপে পুজো করা হল। পুকুরে স্নান করিয়ে স্থাপন করা হল বেদিতে। কুলটির মিঠানি চৌরঙ্গি মোড়ে চট্টোপাধ্যায় ও তাঁদের দৌহিত্রদের দুর্গাপুজো হয় মহাধুমধাম করে। সবই আছে, কিন্তু নেই মা দুর্গার পরিবার ও অসুরের একচালা প্রতিমা। প্রায় ২৮৪ বছরের পুরনো দুর্গাপুজো এভাবেই হয়ে আসছে এখানে।

গ্রামবাসীদের মতে, এই পুজো প্রগতিরও কথা বলে। ৭০ বছর আগে নবপত্রিকা বা দোলাবহনকারী অনূর্ধ্ব ১১ বছরের কোনও নাবালক খুঁজে না পেয়ে পরিবারের নাবালিকারাই নবপত্রিকার পালকি কাঁধে তুলে নেয়। আজ থেকে ৩৫ বছর আগে নিজেদের আদি পুজোতে পশুবলির বিরোধিতা করে গোটা শিল্পাঞ্চলে ছাগবলি বন্ধ করার সাহস দেখিয়েছিল এই পরিবারই। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ১০০৮ বঙ্গাব্দে পুরুলিয়ার কাশীপুরের রাজা প্রথম গাড়ুর নারায়ণের রাজত্বের সময় ১৫টি মৌজার মনসবদারি করতে কাটোয়ার শিবলুন গ্রাম থেকে আনা হয় এই পরিবারের প্রথম পুরুষ নীলাম্বর চট্টোপাধ্যায়কে। তিনি দুর্গাপুজোর মধ্য দিয়ে নবপত্রিকা দিয়ে দুর্গাপুজো শুরু করেছিলেন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পাকিস্তান সরকারের বিমাতৃসুলভ আচরণের প্রতিবাদে ক্ষোভের আগুনে ফুঁসছে পাক অধিকৃত কাশ্মীর। সোমবার পথে নেমে বিক্ষোভ দেখাতে দেখা গিয়েছে আওয়ামি অ্যাকশন কমিটিকে। শাটার ডাউন ও চাক্কা জ্যাম বন্ধ ডাকা হয়েছে। সোমবার থেকে বন্ধ ইন্টারনেট পরিষেবা

দেশ বিদেশ

বাজল তোমার আলোর বেণু...

■ ফরিদাবাদ প্রবাসীর দুর্গোৎসব এবার পড়ল ৩০ বছরে। প্রতিবারই এখানকার মণ্ডপসজ্জায় ভারতের বিখ্যাত কোনও মন্দিরের শিল্পশৈলী ও স্থাপত্য তুলে ধরা হয়। এবার ফুটিয়ে তোলা হয়েছে রামমন্দিরের আঙ্গিক। বাংলা ও বিহারের ৩০ জন শিল্পী এখানকার মণ্ডপ ও প্রতিমা নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। প্রবাসী ফরিদাবাদ দুর্গোৎসব কমিটির সাধারণ সম্পাদক বাবুয়া সরকার জানালেন, আচার মেনে পুজোর পাশাপাশি নবমী পর্যন্ত চলে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রবাসে থেকেও বাংলার শ্রেষ্ঠ উৎসবের আনন্দে মাতেন স্থানীয় মানুষজন। মহিলাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নজরকাড়া।

মহারাষ্ট্রে ভারী বৃষ্টি, মৃত ১১

মুম্বই : একটানা ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত মহারাষ্ট্র। ২৪ ঘণ্টায় প্রবল বৃষ্টিতে বাড়ি ভেঙে পড়া-সহ একাধিক কারণে এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ১১ জনের। গুরুতর জখম অনেকে। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছে প্রশাসন। মুম্বই এবং এই শহরের আশপাশের জেলা থানে, রায়গড়, পালঘর এবং রত্নগিরিতে ব্যাপক জল জমেছে। ডুবে গিয়েছে রাস্তাঘাট। তীব্র যানজটের পাশাপাশি ট্রেন ও বাস পরিষেবার বেহাল অবস্থা। মুম্বই মিউনিসিপাল কর্পোরেশন স্থানীয়দের প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বেরোতে বারণ করেছে। মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন জায়গা থেকে ১১ হাজার ৮০০ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। মৌসম ভবন লাল সতর্কবার্তা জারি করে জানিয়েছে, আগামী ৪৮ ঘণ্টায় মুম্বই, থানে, পালঘর, রাইগড়, নাসিক ঘাট এবং পুণে ঘাট এলাকায় হতে পারে ভারী বৃষ্টি। বৃষ্টির সঙ্গে হু হু করে বাড়ছে গোদাবরী নদীর জল। জয়কওয়াড়ি বাঁধের জল বিপজ্জনকভাবে বেড়ে যাওয়ায় পৈথানের শম্ভাজিনগরের প্রায় ৭,০০০ বাসিন্দাকে সরিয়ে নিতে হয়েছে। মৌসম জানিয়েছে, মহারাষ্ট্রে আরও ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে। সোমবার মুম্বই এবং পালঘর-সহ বেশ কয়েকটি জেলার স্কুল ও কলেজ বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। থানে এবং পালঘরে নদীর জলস্তর বৃদ্ধি উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। বাংলায় মেঘভাঙা বৃষ্টিতে রাস্তায় জল জমলে বা দুর্যোগে মৃত্যু হলে যে বিজেপি নেতারা কুৎসিত রাজনীতি করছিলেন, বিজেপি রাজ্য মহারাষ্ট্রের বেহাল দশা ও দশজনের মৃত্যু নিয়ে এবার তাঁরা কী বলবেন?

দুবাইতে চর্চা বাংলার দুর্গোৎসব

(প্রথম পাতার পর)

লেখা হয়েছে, ''হাজার হাজার দর্শনার্থী আসেন দুবাই-থিমযুক্ত দুর্গাপুজো উৎসবের প্যান্ডেল দেখতে। প্যান্ডেলগুলি অস্থায়ী, আলংকারিক কাঠামো যা হিন্দু উৎসব দুর্গাপুজোর সময় নির্মিত হয়, যা অশুভর উপর শুভর জয় উদযাপন করে। কলকাতার দুর্গাপুজোর প্যান্ডেলগুলি অনন্য থিম এবং ব্যতিক্রমী শৈল্পিক কারুশিল্প প্রদর্শনের জন্য বিখ্যাত। প্রতি বছর, শহর জুড়ে সবচেয়ে উদ্ভাবনী এবং সাংস্কৃতিকভাবে নান্দনিক মণ্ডপ তৈরির জন্য প্রতিযোগিতা করে যা উৎসবের সময় লক্ষ লক্ষ দর্শনার্থীদের আকর্ষণ করে। কিছু বিখ্যাত মন্দির, প্রাসাদ বা বিশ্বব্যাপী স্মৃতিস্তম্ভের প্রতিলিপি তৈরি করে সামাজিক বার্তা বা আধুনিক শিল্প ধারণা প্রদর্শন করে।''

বিদেশের সংবাদমাধ্যমে বাংলার এক দুর্গাপুজোর প্রশংসা। এবং তার মাধ্যমেই সারা বাংলার দুর্গোৎসব ঘিরে কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও সম্প্রীতির বার্তার খবর প্রকাশিত হওয়া বাঙালির কাছে নিঃসন্দেহে গর্বের।

ওয়াংচুকের গ্রেফতারিতে ক্ষুব্ধ স্ত্রী
চ্যালেঞ্জ করলেন বিজেপি সরকারকে

নয়াদিল্লি : লাদাখকে রাজ্যের মর্যাদা দেওয়ার দাবিতে আন্দোলন করায় সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুককে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে বাংলাদেশ-পাকিস্তানের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার বিস্ফোরক অভিযোগও উঠেছে। বাতিল করা হয়েছে তাঁর সংস্থার বিদেশি অনুদানের অনুমতি। সেইসঙ্গে শুরু হয়েছে সিবিআই তদন্ত। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসার অভিযোগ তুলে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন সোনমের স্ত্রী গীতাঞ্জলি। তিনি সরাসরি নিশানা করেছেন বিজেপি সরকারকে।

প্রখ্যাত পরিবেশকর্মী সোনমের স্ত্রী গীতাঞ্জলি জে আংমো সমাজকর্মী। তিনি সোনমের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ খারিজ করেছেন। জানিয়েছেন, চার বছর ধরে সোনমকে নানা অজুহাতে হয়রানি করা হচ্ছে। গোয়েন্দা আধিকারিকরা অনেক বছর ধরেই সোনমকে হুমকি দিচ্ছেন। বিদেশি অনুদান নেওয়ার লাইসেন্স পাওয়া যায়নি। টার্গেট করা হয়েছে আমাদের সংস্থা হিমালয়ান

ইনস্টিটিউট অফ অল্টারনেটিভস, লাদাখ ও সেকমলকে।

গীতাঞ্জলি আরও বলেন, পুলিশ সমস্ত প্রক্রিয়া যথাযথ না মেনেই সোনমকে হেফাজতে নিয়েছে। অভিযান চালিয়েছে বাড়িতে। তাঁকে দেশবিরোধী হিসাবে দাগিয়ে মিথ্যা বর্ণনা ছড়ানো হয়েছে। যা গণতন্ত্রের সবচেয়ে খারাপ দিন। কারণ ছাড়াই সোনমকে একজন অপরাধীর মতো গ্রেফতার করা হয়েছে। বিজেপিকে তোপ দেগে সোনমের স্ত্রী বলেন, রাজনৈতিক এবং পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যাগুলি নিয়ে যাঁরা কথা বলছেন, বিজেপি ইচ্ছাকৃত তাঁদের কণ্ঠস্বর রোধ করছে। শাসকদল ক্ষমতার অপব্যবহার করছে। শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন করলেও কেন্দ্রীয় সরকার ভাবমূর্তি নষ্টের জন্য যা ইচ্ছা তাই করছে। পাশাপাশি কেন্দ্রকে চ্যালেঞ্জ করে সোনমের স্ত্রী জানান, আমি সরকারের প্রতিনিধিদের চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি, তাঁরা টেলিভিশনে আমার সঙ্গে বিতর্কসভায় অংশ নিন।

লাদাখের অশান্ত পরিস্থিতির জন্য বিজেপি এবং আরএসএসকেই দায়ী করেছেন বিরোধীরা। এদিকে অশান্তির জেরে বিরূপ প্রভাব পড়তে শুরু করেছে লাদাখের পর্যটনে। আন্দোলনের জেরে অনেকেই হোটেল বা হোম স্টে বুকিং বাতিল করছেন। হিংসার পর কেটে গিয়েছে পাঁচদিন। এখনও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়নি লেহ শহরে। এই পরিস্থিতিতে কার্ফুর মেয়াদ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন। মোবাইল-ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছে লে এবং কার্গিলে। সিআরপিএফ, আইটিবিপির জওয়ানরা জায়গায় জায়গায় টহল দিচ্ছেন। স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে ফ্ল্যাগ মার্চ করছে বাহিনী।

ফ্রাঙ্কফুর্টের এই পুজো আমাদের কাছে শরতের বার্তা বয়ে আনে

রমা পাহাড়ী সুদ • ফ্রাঙ্কফুর্ট

এসেছে শরৎ হিমের পরশ...শরৎকাল বয়ে আনে শিউলি ফুলের ঘ্রাণ। আকাশে সাদা মেঘের ভেলা জানান দেয় মায়ের আগমন। আর দেশ থেকে বহু দূরে থেকেও প্রবাসের এই পুজো আমাদের কাছে বয়ে আনে শরতের বার্তা।

অন্যান্যবারের মতই আনন্দময়ী দেবী দুর্গা আমাদের আশীর্বাদ করতে রাইন মাইন বেঙ্গলি কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের পুজোতে যথারীতি সপরিবারে উপস্থিত। জামানির ফ্রাঙ্কফুর্টে বসেও বাংলার সেরা উৎসবে শামিল হয়েছি আমরা। আমাদের এখানে দেশের মতো তিথি অনুযায়ী পাঁচদিন ধরে সাত্ত্বিকভাবে পুজো করেন আমাদের পুরোহিত। ষষ্ঠীতে বোধন, মহালয়ার আগমনি গান ও পাঠ, ষষ্ঠীর ঘটপুজোয় দেবী দুর্গার আবাহন, সপ্তমীতে মায়ের চক্ষুদান ও পুজো, ভোগ নিবেদন ও অঞ্জলি, সন্ধ্যাবেলা আরতি। তারপর সন্ধেয় সঙ্গীত-আবৃত্তি-নৃত্যানুষ্ঠান। অষ্টমীতে কুমারী পূজাও হয়, আর সন্ধিপূজায় ১০৮ প্রদীপ জ্বালিয়ে আরতির সময় এক মোহময় পরিবেশ তৈরি হয় সুদূর প্রবাসের দুর্গোৎসবে। এছাড়া আকর্ষণ ছোটদের

নৃত্যপরিবেশনা ও বড়দের সঙ্গীত। পাশাপাশি ছোট-বড় মিলে ঢাক বাজানোর মজা। নবমী-দশমী কাটে একই ছন্দে। একদিকে নিষ্ঠাভরে মাতৃ-আরাধনা, অন্যদিকে নানা স্বাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মজা। দশমীতে বিদায়ের মন খারাপ নিয়েও সিঁদুরখেলা ও বিজয়ার মিষ্টিমুখ। প্রতি বছর এই ধারাই চলছে। নিজেদের সংস্কৃতি ও উৎসবকে বাঁচিয়ে রাখার সযত্ন চেষ্টা করি আমরা। পুজো শেষের পর আবার অপেক্ষার শুরু।

পিঠে চোট। ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন আলজারি জোসেফ

ভারতের ট্রফি-মেডেল নিয়ে গেলেন নকভি

সমর্থন পাক অধিনায়কের • প্রতিবাদ বোর্ডের, অভিযোগ যাচ্ছে আইসিসিতে

পোডিয়ামে হতাশ মুখে দাঁড়িয়ে পিসিবি ও এসিসি কর্তা মহসিন নকভি। ডানদিকে, ভারতীয়দের উল্লাস। দুবাইয়ে এশিয়া কাপ ফাইনালের পর।

দুবাই, ২৯ সেপ্টেম্বর : এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন হল ভারত, আর সূর্যদের ট্রফি ও মেডেল নিয়ে গেলেন মহসিন নকভি। যিনি একাধারে পিসিবি ও এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের চেয়ারম্যান। পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ মন্ত্রীও বটে। টুর্নামেন্টে তিনবার ভারতের কাছে হেরেও নকভির এই জোর করে ট্রফি ও মেডেল নিয়ে যাওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ক্রিকেটমহলে।

এই ঘটনায় বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছেন, আমরা নভেম্বরে দুবাইয়ের আইসিসি বৈঠকে এর প্রতিবাদ জানাব। আমরা আগেই জানিয়ে দিয়েছিলাম যে যাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক তলানির, তাদের হাত থেকে ট্রফি নেব না। তার মানে এই নয় যে উনি আমাদের ট্রফি ও মেডেল নিয়ে চলে যাবেন। এটা শুধু দুঃখজনক নয়, অখেলোয়াড়সুলভ আচরণও। আমরা আশা করছি ট্রফি ও মেডেল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরিয়ে দেওয়া হবে। তবে পাক অধিনায়ক সলমন আঘা অবশ্য নকভির পাশে দাঁড়িয়ে বলেছেন, তিনিই তো এসিসি প্রেসিডেন্ট। একমাত্র তাঁরই ট্রফি দেওয়ার অধিকার রয়েছে। কেউ যদি নকভির হাত থেকে ট্রফি নিতে না চায় তাহলে সেটা কীভাবে পাওয়া সম্ভব?

ঘটনাবহুল এশিয়া কাপে এবার শুরু থেকেই ছিল চড়া সুর। সূর্যরা পাকিস্তানের সঙ্গে প্রথম ম্যাচেই এটা পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন যে শাহিন-সলমনদের সঙ্গে হাত মেলাবেন না। রবিবারের ফাইনালের পর নকভির হাত থেকে তাঁরা যে ট্রফি নেবেন না সেটাও ঘোষিত ও প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু তারপরও এক ঘণ্টার নাটক হল রাতে দুবাই মাঠে। পাক ক্রিকেটাররা প্রথমে ভারতীয়দের দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন। সূর্যরা যখন মাঠেই, তখন সলমনদের দেখা পাওয়া যায়নি। ছিলেন বন্ধ ড্রেসিংরুমে। ওরা আসেন অনেক পরে।

এমন অভূতপূর্ব পরিস্থিতি ক্রিকেট মাঠে আগে হয়নি। ভারতীয় দলের দাবি ছিল তারা নকভি ছাড়া অন্য কারও হাত থেকে ট্রফি ও মেডেল নেবে। তারা চেয়েছিল এমিরেটস বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান খালিদ অল জারুনির হাত থেকে ট্রফি নিতে। কিন্তু এসিসি প্রধান মঞ্চে দাঁড়িয়ে গোঁ ধরে ছিলেন তিনিই ট্রফি দেবেন। এই অবস্থায় এক ঘণ্টা ধরে সবকিছু আটকে থাকে। অতঃপর নকভিকে বলা হয়েছিল পাক দলকে রানার আপের ট্রফি ও মেডেল দিতে। তিনি তাতে রাজি হননি। শেষমেশ বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের প্রেসিডেন্ট আমিনুল ইসলাম এই দায়িত্ব পালন করেছেন।

ভারতীয় ক্রিকেটাররা অবশ্য তাঁদের ব্যক্তিগত সাফল্যের পুরস্কার নিয়েছেন অন্যদের হাত থেকে। কুলদীপ, অভিষেক ও তিলক মঞ্চে উঠে নকভির দিকে তাকাননি। তাঁকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে পুরস্কার নিয়ে মঞ্চ থেকে নেমে আসেন। এসিসি প্রধান সেই সময় শুধু নির্লিপ্ত থাকেননি, করতালি পর্যন্ত দেননি। এরমধ্যে আবার পাক ক্রিকেটাররা তাঁদের মেডেল নেওয়ার সময় স্টেডিয়ামে বাজি ফাটতে শুরু করেছিল। পরে পোস্ট ম্যাচ অনুষ্ঠানের প্রেজেন্টার সাইমন ডুল ঘোষণা করেন, আমাকে এসিসির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে ভারতীয় দল এই রাতে ট্রফি নেবে না। ফলে পোস্ট ম্যাচ প্রেজেন্টেশনের এখানেই পরিসমাপ্তি।

ভারতীয় দল কিন্তু তখনও ট্রফির আশায় মাঠেই দাঁড়িয়ে ছিল। এরমধ্যে দু'বার মাঠকর্মীরা চ্যাম্পিয়ন লেখা প্ল্যাকার্ড নিয়ে এসে আবার ফেরত যান। অতঃপর হার্দিক ও বাকিরা পোডিয়ামে উঠে ট্রফি ছাড়াই সেলিব্রেশন শুরু করে দেন। অধিনায়ক সূর্যকে দেখা যায় বার্বাডোজে ২০২৪ টি-২০ বিশ্বকাপ জেতার পর রোহিতের সেই ভাইরাল সেলিব্রেশনের স্টাইল অনুসরণ করতে।

গম্ভীর-বার্তা

দুবাই : গৌতম গম্ভীর কেন সবসময় গম্ভীর থাকেন সেই প্রশ্ন সবার মুখে। কিন্তু দুবাইয়ে রবিবার এশিয়া কাপ ফাইনালে পাকিস্তানকে হারানোর পর হাসি দেখা গিয়েছে ভারতীয় কোচের মুখে। তার আগে ভারত জিততেই টেবল চাপড়াতে শুরু করেছিলেন তিনি। এই গম্ভীরই চাপের মুখে চুপ করে বসে ছিলেন। খেলার পর গম্ভীর ইনস্টাগ্রামে কয়েক শব্দের একটি পোস্ট দিয়েছেন। তাতে তিনি লিখেছেন, সবশেষে ইচ্ছেরই জয় হয়। অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছেন জেতার ইচ্ছে থাকলে জেতা যায়। এশিয়া কাপে এবার মাঠের বাইরেও প্রচুর ঘটনা ঘটেছে। তবে গম্ভীর তাঁর ছেলেদের মাথা ঠান্ডা রেখে খেলায় মন দিতে বলেছিলেন।

বিদায় ওকস

লন্ডন : অ্যাসেজের ঠিক আগে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেন ইংল্যান্ড অলরাউন্ডার ক্রিস ওকস। তাঁকে সম্প্রতি দেশের মাঠে ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে খেলতে দেখা গিয়েছিল। ২০১১-তে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টি-২০ ম্যাচ দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট শুরু হয়েছিল ওকসের। খেলেছেন প্রায় ১৫ বছর। অবসরের কথা ঘোষণা করে ৩৬ বছরের ওকস জানিয়েছেন ক্রিকেটের সব ফরম্যাট থেকেই তিনি বিদায় নিচ্ছেন। আদতে অলরাউন্ডার হলেও ওকস বল হাতেই বেশি সাফল্য পেয়েছেন।

ম্যাচ ফি সেনাকে, প্রশংসা সতীর্থদের

চ্যাম্পিয়নদের ট্রফি নেই, এমন জিনিস দেখিনি: সূর্য

দুবাই, ২৯ সেপ্টেম্বর : এশিয়া কাপ জিতে বড় মনের পরিচয় দিলেন ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। এই টুর্নামেন্ট থেকে পাওয়া তাঁর সমস্ত ম্যাচ ফি তিনি ভারতীয় সেনাবাহিনীকে দিয়ে দিলেন।

তবে ম্যাচের পর তিনি মহসিন নকভি পরিচালিত এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলকে একহাত নিয়েছেন। সূর্য বলেন, আমি এতদিন খেলছি বা তারও আগে থেকে খেলা ফলো করছি। এমন জিনিস আগে দেখিনি যে চ্যাম্পিয়ন দলকে ট্রফি দেওয়া হল না। আর সেটাও কিনা এত পরিশ্রম করে জেতার পর। গোটা টুর্নামেন্টে অপরাজিত থেকে ও পাকিস্তানকে হারের মালা পরিয়ে দুবাইয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারত। কিন্তু এসিসি প্রধান মহসিন নকভির হাত থেকে সূর্যরা ট্রফি নেবেন না বলায় ট্রফি ও মেডেল আর ভারতীয় দলকে দেওয়া হয়নি।

সূর্য বলছিলেন, আমার কাছে অবশ্য আসল ট্রফি হল ড্রেসিংরুমের ১৪ জন সতীর্থ ও সাপোর্ট স্টাফেরা। ওদের জন্যই এশিয়া কাপ জিতলাম। তবে এত লড়াইয়ের পর একটা দল টুর্নামেন্ট জিতেও ট্রফি পেল না। এই জিনিস আমি আগে দেখিনি। তিনি জানান মাঠের বাইরের ঘটনা তাঁর নেতৃত্বের উপর প্রভাব ফেলেনি। সূর্যর কথায়, এসব নিয়ে ভাবিনি। ছেলেরাও যেভাবে টুর্নামেন্ট এগিয়েছে তাতে খুশি ছিল। ওদের প্রথম দিন থেকে বলেছিলাম শুধু খেলায় ফোকাস করো। প্র্যাকটিস ও ম্যাচ উপভোগ করো। এসব ছোট টুর্নামেন্ট জিতে আমরা এবার বিশ্বকাপের দিকে মনোনিবেশ করব।

এরপর সূর্য যোগ করেন, আমরা কিন্তু ট্রফি না পেয়ে হতাশ নই। আমাদের মুখের হাসি দেখেই সেটা বুঝতে পারছেন। আর নিজের খেলা নিয়ে তাঁর বক্তব্য, আমি অফ ফর্ম নই। শুধু রান পাচ্ছি না। প্রস্তুতি ঠিকই আছে। আমার বিশ্বাস রান পাব। সূর্য অতঃপর ঘোষণা করেন, তিনি টুর্নামেন্ট থেকে পাওয়া ম্যাচ ফি-র সমস্ত অর্থ ভারতীয় সেনাকে ডোনেট করছেন। তাঁর বক্তব্য, জানি না লোকে এই সিদ্ধান্তকে বিতর্কিত বলবে কিনা, তবে আমার কাছে এটাই সঠিক সিদ্ধান্ত।

জুবিন-শোকের আবহে আজ বিশ্বকাপে ভারত

গুয়াহাটি, ২৯ সেপ্টেম্বর : গুয়াহাটিতে এখনও শোকের আবহ। গায়ক জুবিন গর্গের অতর্কিত প্রয়াণের ধাক্কা সামলে উঠতে পারেননি ভক্তরা। এই পরিস্থিতিতে বুধবার বর্সাপাড়া স্টেডিয়ামে মেয়েদের বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে ভারত মুখোমুখি হবে শ্রীলঙ্কার। হরমনপ্রীত কৌররা কি জিতে শোকের মধ্যে মানুষের মনে আনন্দ দিতে পারবেন? ১৯৭৮-এর পর থেকে এই নিয়ে চতুর্থবার ভারতের মাটিতে মেয়েদের বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। শ্রীলঙ্কা অবশ্য এই প্রথম ভারতে বিশ্বকাপের ম্যাচ খেলবে। এবার টুর্নামেন্টের পুরস্কার মূল্য অনেক বেড়েছে। অঙ্কটা ১২৩ কোটির মতো। আট দলের এই টুর্নামেন্টে ভারত আয়োজক দেশ হিসাবে সরাসরি খেলছে। বাকি পাঁচটি দেশ সরাসরি অংশ নিচ্ছে। এটা হল অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও শ্রীলঙ্কা। বাছাই পর্বে খেলে উঠে এসেছে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ। সাম্প্রতিক ফর্মের বিচারে হরমনপ্রীতরা শ্রীলঙ্কার থেকে এগিয়ে আছেন। কিন্তু মাঠে নেমে ওরা কী করেন সেটাই প্রশ্ন। এদিকে বুধবারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জুবিনকে শ্রদ্ধা জানাবে ভারতীয় বোর্ড। স্টেডিয়ামে ও শহরের অনেক জায়গায় জুবিনকে শ্রদ্ধা জানিয়ে পোস্টার পড়েছে। বোর্ড সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া অসমের মানুষ। তিনি বলেছেন, ভারতীয় দল ভাল খেলে জুবিনের ভক্তদের মুখে হাসি ফোটাতে পারলে সেটাই হবে সবথেকে বড় ব্যাপার।